ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

سورة الفرقان (সূরা আল ফুরকান)

প্রশ্ন: ৩৬ | আয়াত নং ১ - ৪:

تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا - الذى له ملك السموت والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فقدره تقديرا - واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حيوة ولا نشورا - وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون - فقد جاءو ظلما وزورا[১৫, ১৪] -

প্রশ্ন: ৩৭ | আয়াত নং ১০ - ১৪:

تبارك الذى ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنت تجرى من تحتها الانهر - ويجعل لك قصورا - بل كذبوا بالساعة - واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا - اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا - واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا - لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا -

প্রশ্ন: ৩৮ | আয়াত নং ২৭ - ২৯:

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا - يويلتى ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا - لقد اضلنى عن الذكر بعد اذ جاءنى - وكان الشيطن للانسان خذولا -

প্রশ্ন: ৩৯ | আয়াত নং ৪০ - ৪৪:

ولقد اتوا على القرية التى امطرت مطر السوء - افلم يكونوا يرونها - بل كانوا لا يرجون نشورا - واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا - اهذا الذى بعث الله رسولا - ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها - وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا - ارءيت من اتخذ الهه هوىه - افانت تكون عليه وكيلا - ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون - ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا -

প্রশ্ন: ৪০ | আয়াত নং ৬১ - ৬২:
تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا - وهو الذى جعل اليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا –

প্রশ্ন-৩৬ | আয়াত নং ১ - ৪
(تبارك الذى نزل الفرقان... থেকে ...فقد جاءو ظلما وزورا পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

সূরা আল ফুরকান পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ। এই সূরার প্রারম্ভিক আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, কুরআনের মহত্ত্ব এবং মক্কার মুশরিকদের মিথ্যা অপবাদের খণ্ডন করা হয়েছে। কুরআন যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী, তা এই আয়াতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২. অনুবাদ:

কতই না বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার (মুহাম্মদের) প্রতি 'ফুরকান' (কুরআন) নাযিল করেছেন, যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। তিনি এমন সত্তা, আসমান ও জমিনের রাজত্ব যার; তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং রাজত্বে তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে যথাযথ অনুপাতে পরিমিত করেছেন। তারা (কাফেররা) তাঁর পরিবর্তে বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। তারা নিজেদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানের ওপরও তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। কাফেররা বলে, "এটা (কুরআন) তো এক মিথ্যা যা সে উদ্ভাবন করেছে এবং অন্য এক সম্প্রদায় তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।" বস্তুত তারা জুলুম ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

৩. তাফসীর (তাফসীরে ইবনে কাসিরের আলোকে):

- **ফুরকান:** 'ফুরকান' অর্থ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। কুরআন হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান তৈরি করে দেয় বলে এর নাম ফুরকান।

- **তাওহীদের ঘোষণা:** আল্লাহ সন্তানহীন এবং অংশীদারমুক্ত। তিনি মহাবিশ্বের একক স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। প্রতিটি সৃষ্টিকে তিনি নির্দিষ্ট তাকদির বা পরিমাপ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

- **মুশরিকদের অপবাদ:** মক্কার কাফেররা বলত, মুহাম্মদ (সা.) নিজে এই কুরআন বানিয়েছেন এবং ইহুদি বা অন্য কোনো কিতাবধারীরা তাকে সাহায্য করেছে। আল্লাহ তাদের এই দাবিকে 'জুলুম ও জুর' (মিথ্যা অপবাদ) বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৪. সারসংক্ষেপ:

কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ চূড়ান্ত সত্য গ্রন্থ। আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। মূর্তিপূজা বা শিরক হলো সুস্পষ্ট জুলুম এবং কুরআনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো ডাহা মিথ্যা।

প্রশ্ন-৩৭ | আয়াত নং ১০ - ১৪
(تبارك الذى ان شاء... থেকে ...وادعوا ثبورا كثيرا পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

কাফেররা মহানবী (সা.)-এর মানবিক চাহিদা (যেমন খাওয়া-দাওয়া, বাজারে যাওয়া) নিয়ে বিদ্রূপ করত। আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতগুলোতে তাঁর হাবিবের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন এবং অস্বীকারকারীদের জন্য জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির চিত্র তুলে ধরেছেন।

২. অনুবাদ:

বরকতময় তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে এর চেয়েও উৎকৃষ্ট বস্তু দিতে পারেন—এমন জান্নাত যার পাদদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত এবং তিনি আপনাকে দিতে পারেন বহু প্রাসাদ। বরং তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে; আর যে কেয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন। দূর থেকে যখন আগুন তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন তাদেরকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে

নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে ধ্বংস (মৃত্যু) কামনা করবে। (বলা হবে) "আজ তোমরা একবার ধ্বংস ডেকো না, বরং বহুবার ধ্বংস (মৃত্যু) ডাকো।"

৩. তাফসীর:

- **নবীজির মর্যাদা:** কাফেররা বলত, নবী হলে তার প্রাসাদ ও বাগান নেই কেন? আল্লাহ বলেন, তিনি চাইলে নবীকে দুনিয়াতেই রাজপ্রাসাদ দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি আখেরাতের শ্রেষ্ঠত্ব জমা রেখেছেন।
- **জাহান্নামের ভয়াবহতা:** জাহান্নামের আগুন যেন একটি হিংস্র প্রাণী, যা দূর থেকে পাপীদের দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে গর্জন করবে।
- **মৃত্যু কামনা:** জাহান্নামের সংকীর্ণ জায়গায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শাস্তি সহ্য করতে না পেরে কাফেররা মৃত্যুকে ডাকবে। কিন্তু সেখানে মৃত্যু আসবে না, বরং অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৪. সারসংক্ষেপ:

দুনিয়ার সম্পদ নবুওয়াতের মাপকাঠি নয়। কেয়ামত অস্বীকারকারীদের পরিণতি অত্যন্ত করুণ; সেখানে মৃত্যু চেয়েও পাওয়া যাবে না, বরং শাস্তি চলতেই থাকবে।

প্রশ্ন-৩৮ | আয়াত নং ২৭ - ২৯
(ويوم يعض الظالم... থেকে ... وكان الشيطن للانسان خذولا পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

এই আয়াতগুলোতে অসৎ সঙ্গ বা খারাপ বন্ধুর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। কেয়ামতের দিন পাপীরা কীভাবে অনুশোচনা করবে এবং খারাপ বন্ধুদের অভিশাপ দেবে, তার হৃদয়বিদারক দৃশ্য এখানে বর্ণিত হয়েছে।

২. অনুবাদ:

সেদিন জালেম ব্যক্তি নিজের দুই হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলবে, "হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার

পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। আর শয়তান তো মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতক।"

৩. তাফসীর:

- **হাত কামড়ানো:** চরম আফসোস ও অনুশোচনায় মানুষ নিজের হাত কামড়াতে থাকে। কেয়ামতের দিন কাফের ও পাপীরা রাসূলের পথ অনুসরণ না করার কারণে এভাবেই আক্ষেপ করবে।

- **কু-সঙ্গের কুফল:** এখানে 'অমুক' (ফুলান) বলতে সুনির্দিষ্টভাবে উকবা বিন আবি মুআইত এবং উবাই বিন খলফের ঘটনা ইঙ্গিত করা হয়েছে, তবে এর হুকুম ব্যাপক। অর্থাৎ, যে বন্ধু দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, সে-ই প্রকৃত শত্রু। শয়তান ও খারাপ বন্ধুরা পাপ কাজকে সুন্দর করে দেখায়, কিন্তু বিপদের সময় তারা ধোঁকা দিয়ে সটকে পড়ে।

৪. সারসংক্ষেপ:

দুনিয়াতে বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে। অসৎ বন্ধু আখেরাতে ধ্বংসের কারণ হবে। রাসূলের সুন্নাত আঁকড়ে ধরাই মুক্তির একমাত্র পথ।

প্রশ্ন-৩৯ | আয়াত নং ৪০ - ৪৪
(ولقد اتوا على القرية... থেকে ... بل هم اضل سبيلا পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

মক্কার কুরাইশরা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সিরিয়া যাওয়ার পথে লুত (আ.)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ দেখত, কিন্তু শিক্ষা নিত না। এই আয়াতগুলোতে তাদের সেই হঠকারিতা এবং প্রবৃত্তির পূজা করার মানসিকতাকে পশুর চেয়েও অধম বলা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

তারা তো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে, যার ওপর অশুভ বৃষ্টি (পাথরের বৃষ্টি) বর্ষিত হয়েছিল। তবে কি তারা তা দেখে না? বরং তারা পুনরুত্থানের আশা করে না। তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে কেবল ঠাট্টা-

বিদ্রূপের পাত্র হিসেবে গণ্য করে (এবং বলে), "এই কি সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবদেবী থেকে প্রায় বিভ্রান্তই করে ফেলেছিল, যদি না আমরা তাদের (পূজায়) অবিচল থাকতাম।" শীঘ্রই তারা জানবে—যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে—কে অধিক পথভ্রষ্ট। আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে (কুপ্রবৃত্তিকে) নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আপনি কি তার জিম্মাদার হবেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারা আরও অধিক পথভ্রষ্ট।

৩. তাফসীর:

- **লুত (আ.)-এর জনপদ:** মক্কার কাফেররা মৃত সাগর বা সাদুম এলাকার ধ্বংসাবশেষ দেখেও ঈমান আনেনি। কারণ তাদের অন্তরে আখেরাতের ভয় ছিল না।
- **ইলাহুল হাওয়া:** মানুষ যখন আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে নিজের মনগড়া ইচ্ছা বা খাহেশাত অনুযায়ী চলে, তখন সে মূলত নিজের প্রবৃত্তিরই পূজা করে। একেই বলা হয় 'প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানানো'।
- **পশুর চেয়ে অধম:** পশুপাখি তাদের মালিককে চেনে এবং নিজের ভালো-মন্দ বোঝে। কিন্তু এই কাফেররা সৃষ্টির সেরা হয়েও স্রষ্টাকে চেনে না এবং জাহান্নামের পথ বেছে নেয়। তাই তারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

৪. সারসংক্ষেপ:

ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেওয়া এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করা ধ্বংসের লক্ষণ। বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার না করে অন্ধভাবে কুফরিতে অটল থাকা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়।

প্রশ্ন-৪০ | আয়াত নং ৬১ - ৬২
(تبارك الذى جعل... থেকে ... اراد ان يذكر او اراد شكورا পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

সূরা আল ফুরকানের এই অংশে মহাকাশ ও সময়ের বিবর্তনের মাঝে আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতার নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। রাত-দিনের পরিবর্তন যে মানুষের জন্য এক বিশাল নিয়ামত, তা এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. অনুবাদ:

কতই না বরকতময় তিনি, যিনি আকাশে সৃষ্টি করেছেন বিশাল নক্ষত্ররাজি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চাঁদ। এবং তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুগামী করেছেন; তার জন্য—যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়।

৩. তাফসীর:

- **বুরুজ বা নক্ষত্রপুঞ্জ:** আকাশে বিশাল সব গ্রহ-নক্ষত্র বা গ্যালাক্সি স্থাপন করা আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রমাণ।
- **সূর্য ও চাঁদ:** সূর্যকে 'সিরাজ' (প্রদীপ) বলা হয়েছে কারণ এর নিজস্ব আলো ও তাপ আছে। চাঁদকে 'মুনির' (জ্যোতির্ময়) বলা হয়েছে যা স্নিগ্ধ আলো দেয়।
- **রাত-দিনের উদ্দেশ্য:** আল্লাহ রাত ও দিনকে পর্যায়ক্রমে আনেন যাতে মানুষ আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করতে পারে এবং তাঁর ইবাদত ও শুকরিয়া আদায় করতে পারে। কেউ রাতে ইবাদত করতে না পারলে দিনে তা পুষিয়ে নিতে পারে।

৪. সারসংক্ষেপ:

মহাকাশ ও সময়ের আবর্তন আল্লাহর অস্তিত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ। মুমিনের উচিত এই সময়কে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং ইবাদতে মগ্ন থাকা।